মালাবউদির গল্প

মালা বউদির গল্প

মালা বউদির গল্প

প্রকাশকঃ AHEAD Initiatives
৩২/৬ গড়িয়াহাট রোড সাউথ,
কলকাতা- ৭০০০৩১, পশ্চিমবঙ্গ

☎+৯১ ৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯
e-mail: ahead@aheadinitiatives.in
Website: www.aheadinitiatives.in

AHEAD Initiatives

এটি মালা বউদির শ্বশুরবাড়ি। পরিস্কার পরিপাটি নিকানো ঘর।

খুব ভাল বর, আর শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে এক সুখের সংসার। একটি মাত্র ননদ, বিয়ে হয়েছে ওপাড়ায়।

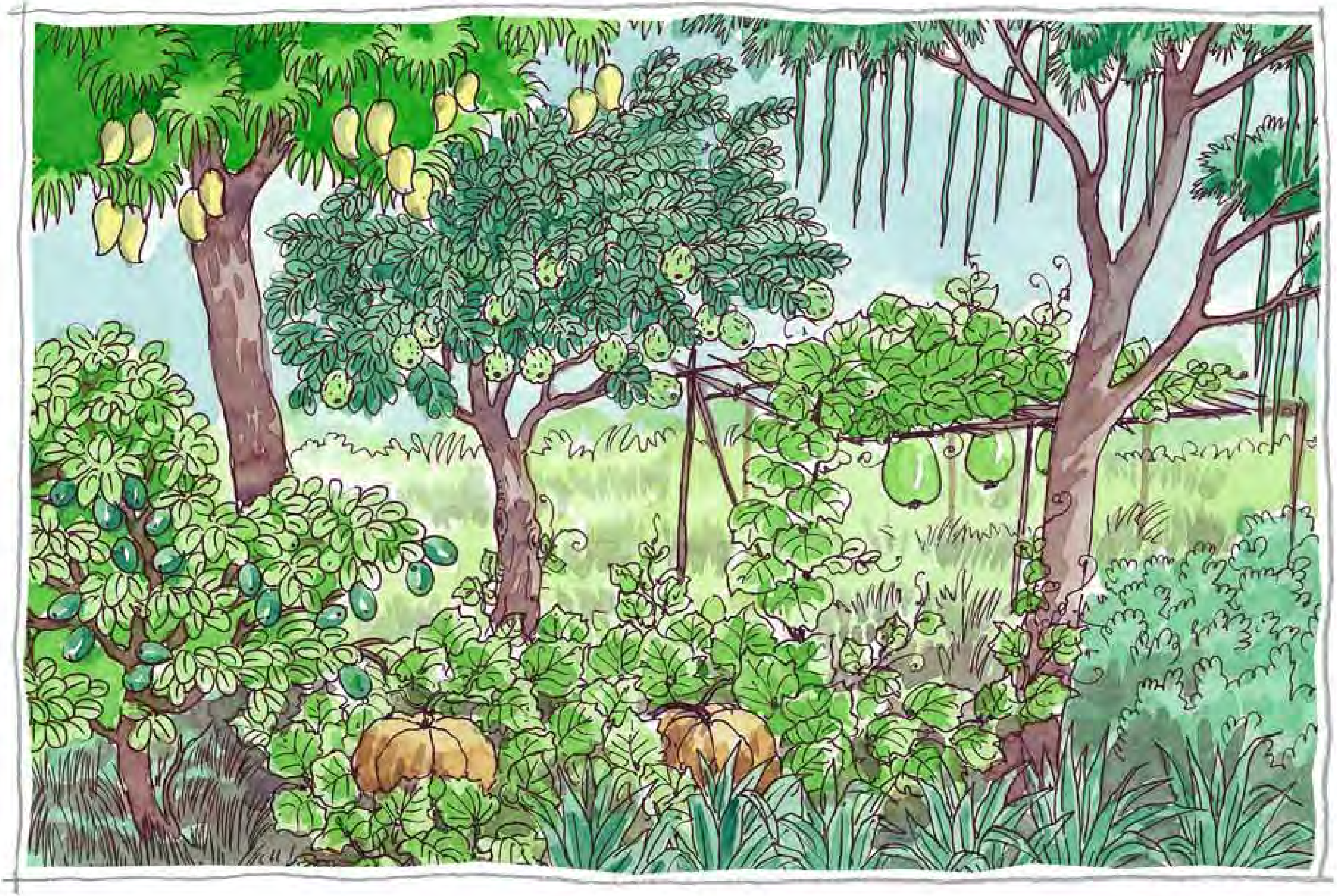

আর এটি মালা বউদির পুষ্টি বাগান। কি নেই এখানে খুঁজে বলতে হবে। শাক-সব্জি, ফল, জীবন্ত বেড়া, বনৌষধি কিছুই বাদ নেই।

মালা বউদির এই সব্জি বাগানের শাক-সব্জি ফল পড়শিদের নজর এড়ায় না ।

মালা বউদি আজ অনেক শাক-সব্জি তুলেছে বাগান থেকে। কিছুটা সে শাশুড়ির হাতে দেয়। ননদিনিকে পাঠানোর জন্য।

গাছের নরম মিষ্টি পাকা পেঁপে শ্বশুর-শাশুড়ি খেতে খুব ভালবাসে। কালো কালো বীজগুলো মালা বউদি হালকা রোদে শুকোতে দেয় হেসে হেসে।

মালা বউদির এই সব্জি বাগানের শাক-সব্জি, ফল পড়শিদের নজর এড়ায় না।

পড়শিরা আর থেমে থাকেনা, এবার চাইবার পালা । কেউ বলে, উচ্ছে দেবে ? শুক্তো খাব। কেউ বলে, পোয়াতি বউমা লাউ শাক খেতে চেয়েছে গো মা। পাশের বাড়ির টুনি পান্তা খেতে গেলেই কাঁচা লঙ্কা তুলে নিয়ে যায়, চাইবার ধার ধারে না।

মালা বউদি ভাবে, এতো ভাল কথা নয়। কথায় বলে দানের ফসল কুলায় না, আর পরিশ্রমের ফসল ফুরায় না।

সে বরকে বলে, আচ্ছা গ্রামের মহিলাদের যদি সব্জি বাগান তৈরি করা শেখাতে পারি, তাহলে আগামী দিনে পঞ্চায়েতের অনেক সম্পদ তৈরি হতে পারে, কি বল?

আর এটি মালা বউদির পুষ্টি বাগান। কি নেই এখানে খুঁজে বলতে হবে। শাক-সব্জি, ফল, জীবন্ত বেড়া , বনৌষধি কিছুই বাদ নেই ।

পরদিন একজন পুঁই শাক আর কুমড়ো চাইতে এল মালা বউদির কাছে। মালা তাকে শাক-সব্জির সাথে কিছু বীজও দিল, আর বলে দিল কখন কিভাবে লাগাতে হবে।

দিনে দিনে মালা বউদির সব্জি বাগান সবার নজর কাড়ল । তাই তো পঞ্চায়েত সদস্য এলেন মালা বউদির বাড়ি। উনি বাগান দেখে খুব খুশি।

এর পর গ্রাম সদস্য প্রস্তাব দিলেন যে যদি প্রতি গ্রামের প্রতিটি পরিবার ও স্কুলে পুষ্টি বাগান করা যায়, তাহলে কেমন হয়? কিন্তু তার জন্য মালা বৌঠানের সহযোগিতা চায়। কারণ উনি সব্জি বাগান সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। বাড়ির সবাই রাজী। মালা বউদির শাশুড়ি নিজের থেকে দায়িত্ব নিলেন যে আজ বিকেলেই পাড়ার সবাইকে ডাকবেন।

বিকেলে সবাই জড়ো হয় পাড়ার ঠাকুর থানে। সদস্য আলোচনা শুরু করেন। মালা বউদি বুঝিয়ে বলেন কেন অপুষ্টি হয়, আর তা রুখতে কি কি পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়।

বিকেলে সবাই জড়ো হয় পাড়ার ঠাকুর থানে। সদস্য আলোচনা শুরু করেন। মালা বউদি বুঝিয়ে বলেন কেন অপুষ্টি হয় আর তা রুখতে কি কি পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়। কি ভাবে সেগুলো সহজেই আমরা উঠানে আনাচে কানাচে ফলাতে পারি।

লাল হলুদ সবুজ সাদা
আমরা খাব গাদা গাদা
বছর ভর থাকবে খাবারের নিরাপত্তা ।

মালা বউদির ননদিনীর কি কান্না! তার গাছের সেরা ফল পড়শিরাই কেউ চুরি করেছে। বউদি বুঝিয়ে দিলেন যে সবার ঘরে যদি থাকে পর্যাপ্ত শাক-সব্জি, ফল, তাহলে কে কার ফসল চুরি করবে বল? রবিবার মিটিং ডাকো, সেখানে আলোচনা হবে, সদস্যাও থাকবে।

একদিন গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান সাহেব সবাইকে ডেকে বললেন, মালা বৌঠান গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত মহিলাদের হাতে কলমে শিখিয়ে তৈরি করেছে, তাদের কে শিক্ষানবিশ হিসাবে সংসদে সংসদে ব্যাবহার করলে কেমন হয় ?
সবাই বলল, খুব ভাল হয়, ওরাই হবে পঞ্চায়েতের বড় সম্পদ।

স্কুলের ফাঁকা মাঠ আর ফেলে রাখা নয় । এই মন্ত্র-কে ভর করে স্কুলের মাস্টারমশাইদের সঙ্গে আলোচনা হল পুষ্টি বাগান নিয়ে। সেখানে গ্রাম সদস্য এবং শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ সমিতির সঞ্চালকও ছিলেন।

ছোট ছোট শিশুরা কচি কচি হাতে মাটি খোঁড়ে, বীজ ছড়ায়, জল ঢালে। তাতে বীজ থেকে অঙ্কুর, পরে কিশলয় ফুলে ফলে গাছগুলো পূর্ণতা পায়/ শুধু বইয়ে পড়া নয়, নিজ হাতে শেখা/ নিজ চোখে বীজের অঙ্কুরোদ্গম দেখা।

ফুল আসে, শিশু হাসে, ফল হাতে পায়, গাছের পরিচর্যা করা মালা বউদি শেখায়।

আজ প্রথম সব্জি তোলে শিশুরা। মিড–ডে মিলে সবাই খাবে খিচুড়িতে দিয়ে ফুলকপি-টমেটো-বিন-গাজর-পেঁপে/ বিশু করিম সালমা তোলে হেসে হেসে । বেগুন তোলে মীরা-পলাশ-পূজা, খিচুড়ির সাথে হবে গরম গরম ভাজা।

একদিন মালা বউদি পাড়া মিটিং সেরে ফিরছে। হঠাৎ দেখে কলে জল নিতে আসা মহিলাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া। কিছু মহিলার বক্তব্য, মালা বউদি ও পঞ্চায়েতের লোকেরা তেলা মাথায় তেল দিচ্ছে। যাদের বাড়িতে জায়গা আছে, তাদের পুষ্টি বাগান হচ্ছে। আর যাদের ভিটেয় জায়গা নেই, তারা? অপুষ্টি নিয়েই বাঁচবে ?

ইতিমধ্যে মালা বউদি পাড়ায় পাড়ায় তৈরি করেছে অনেক শিক্ষানবিশ, তারা নিজের বাড়িতে যেমন সব্জি বাগান করেছে, তেমনই পাড়ায় পাড়ায় গরীব পরিবারের বাড়িতেও পুষ্টি বাগান তৈরি এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করাও শিখিয়ে দিচ্ছে।

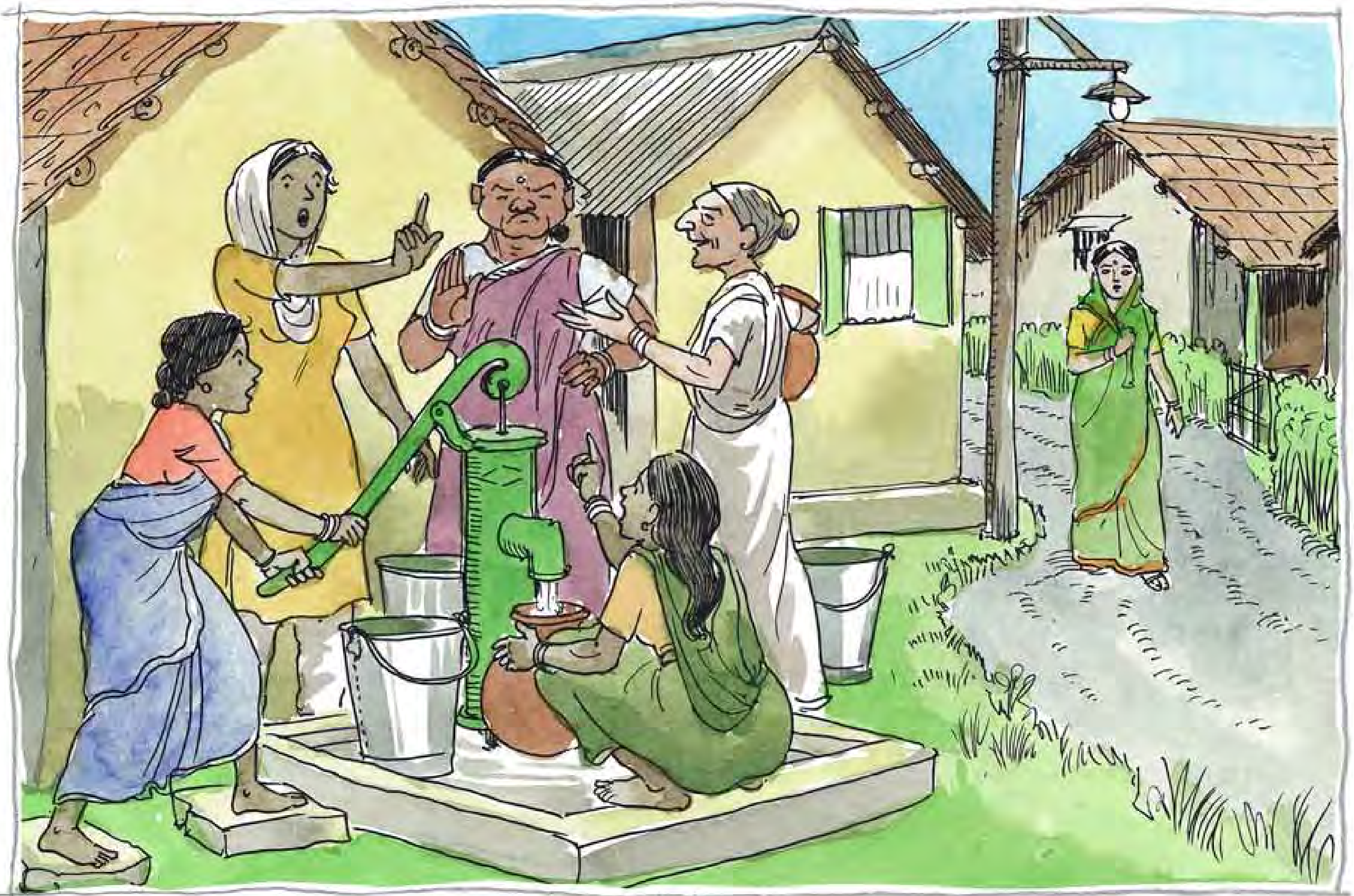

মালা বউদি ভাবে, ঠিক কথা ! কোনও একটা পাড়া-মিটিংয়ে সদস্য দাদা-ই তো নিজেই বলে ছিলেন, গরীবদের জন্য জায়গা ব্যাবস্থা করে দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত সাহায্য করবে।

তাহলে পঞ্চায়েতের পড়ে থাকা অনাবাদী জমি, রাস্তার ধার, খাল পাড়, পুকুর পাড় আমরা ব্যাক্তিগত উদ্যোগে এবং যৌথ ভাবে কোন ব্যাক্তি বা পঞ্চায়েত থেকে লিজে চাষ করতে পারি। যাদের ভিটেয় জায়গা নেই, তাদের সমস্যা কিছুটা হলেও মিটবে।

মণ্ডল পাড়ার মিটিংয়ে আলোচনা করে গ্রামের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করা হল - কোন কোন জায়গা পড়ে আছে এবং তার মালিক কে কে, যদি নিজে চাষ করা যায়, কোন কোন পুকুর পাড়ে সব্জি চাষ হতে পারে।

রাস্তার ধার ও খাল পাড়ে অড়হর্ এবং ফলের ও আসবাবি গাছ লাগানো যেতে পারে। তার রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে হবে, কারা কারা করবে। তার খসড়া তৈরি হল।

দাস পাড়ার মিটিংয়ে ঠিক হল, তারা আসবাবি ও ফলের নার্সারি করবে রাস্তার ধার ও খালপাড়ে লাগানোর জন্য।

মোল্লা পাড়ার মিটিংয়ে ঠিক হল - পুষ্টি বাড়ানোর জন্য কিছু গরীব পরিবার অড়হর, বিউলি, মুগ, মুসুর, মটর চাষ করবে। কয়েকজন বয়স্ক মহিলা বললেন, আগে বিভিন্ন ধরনের ডাল, যব ফলাতাম। আমরা বীজ রাখতাম। এখন আর চাষ হয় না, তাই বীজ রাখা হয় না। বীজ পাব কোথায়?
সবাই সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁরা পঞ্চায়েতের কাছে সাহায্য চাইবেন।

মাঝি পাড়ার মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হল - পুকুরগুলিতে বেশি দিন জল থাকে না। তাই খাঁকি ক্যাম্বেল হাঁস পুষবে। আর আই আর মুরগী করবে। আর ডিমের অভাব থাকবে না গরীব পরিবারগুলিতে।

কাহার পাড়ার মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হল, গাড়ল জাতের ভেড়া পোষা হবে। কারণ এরা বাচ্চা দেয় বেশি। তাই লাভও অনেক বেশি।

পাড়া মিটিং থেকে উঠে আসা পরিকল্পনা গুলি এক সাথে করে সংসদ সভায় পেশ করা হল।

সংসদ সভা থেকে যে সব পরিকল্পনা উঠে এল, তার সবগুলি বিষয় নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আলোচনা হল। এ্যাকশন প্ল্যান তৈরি হল।

আজ আর মালা বউদি একা নয় । অনেক মহিলাকে নিজের হাতে কাজ শিখিয়ে শিক্ষানবিশ তৈরি করেছে। তারা আজ গ্রামের গরীব মানুষের পাশে থেকে হাতে কলমে কাজ শিখিয়ে সাহায্য করছে।

আজ মালাদের গ্রামে সব পতিত জমি আর রাস্তার ধার মরসুমী ফসলে ভরে থাকে।

গ্রামের রাঙা বউদি , পারুলরা , মালা বউদিকে ডেকে বলল , তোমরা আমাদের মত গরীব পরিবারের পাশে থেকে হাতে কলমে কাজ না শেখালে আমরা সুখের মুখ দেখতে পারতাম না । তোমাদের কি বলে যে আশীর্বাদ করব !

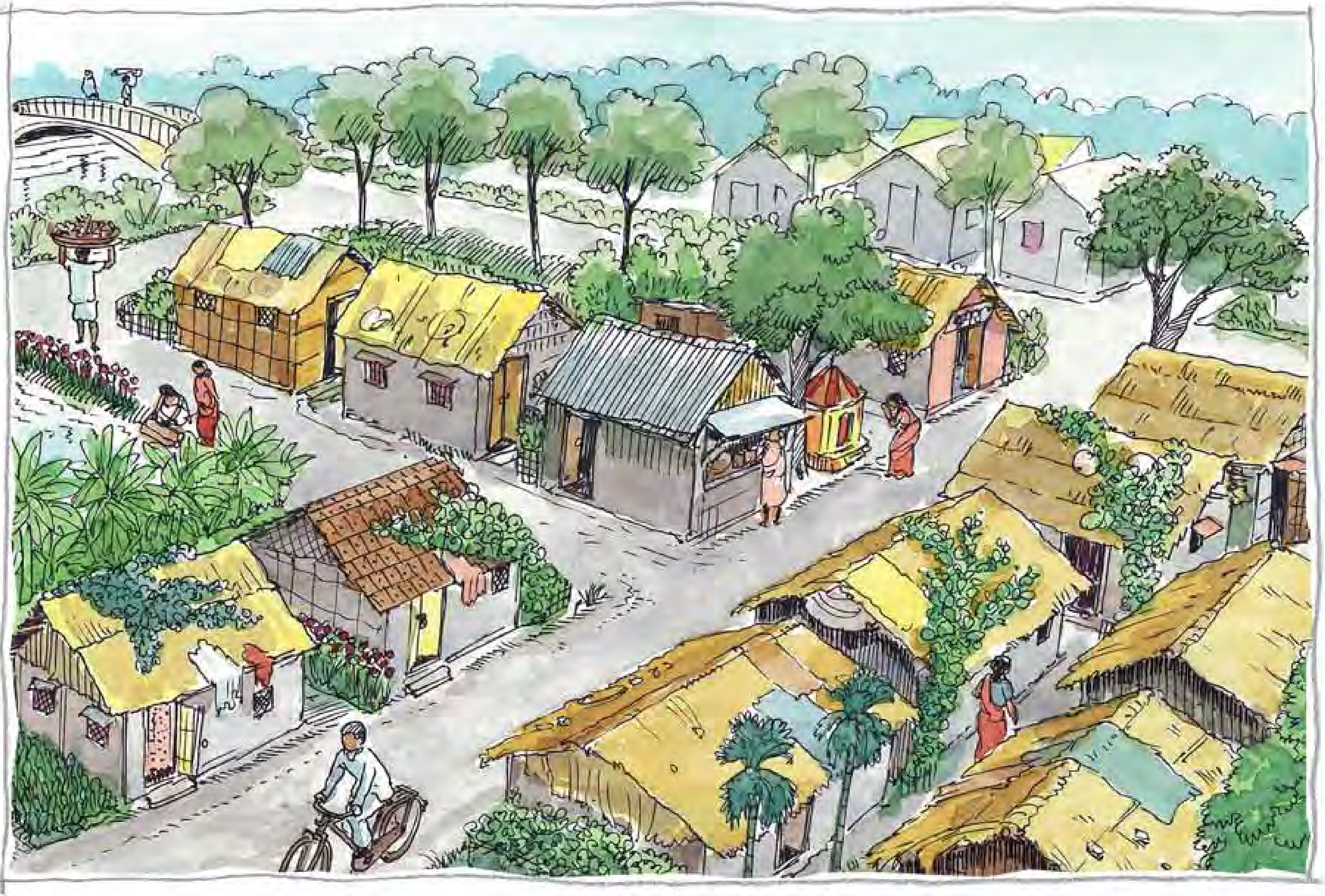

এখন মালা বউদিদের গ্রামের প্রতিটি সংসদে ডাল চাষ হয়, রাস্তার ধারে ও খাল পাড়ে হয় অড়হর। কোনও জায়গা বা জমি পতিত নেই আর।

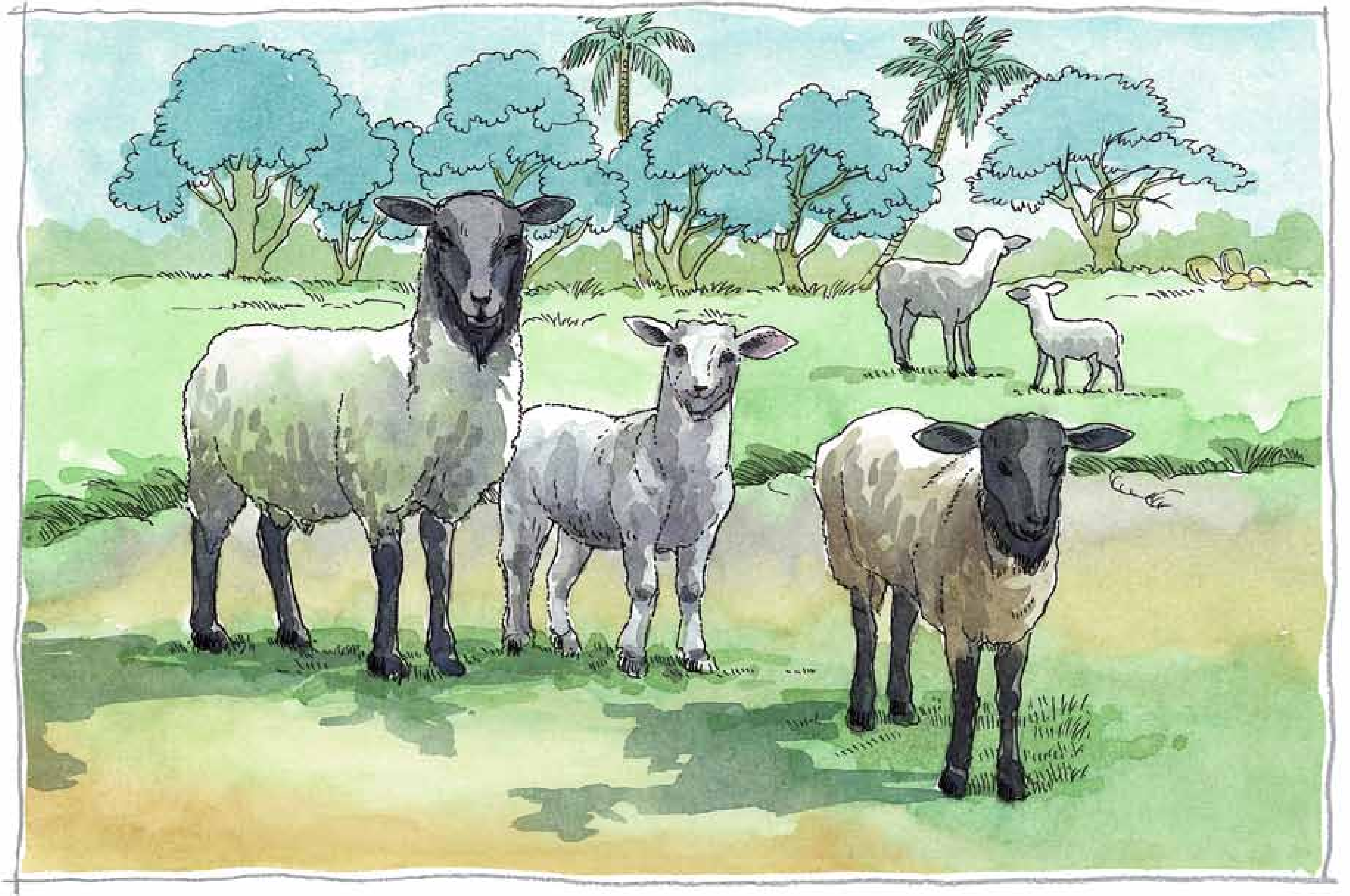

বাড়ি বাড়ি সব্জি বাগান, ৫ ধরণের ফলের গাছ পেঁপে, কলা, পেয়ারা, লেবু, বেদানাসহ খাঁকি ক্যাম্বেল, আর আই আর মুরগী ও গাড়ল ভেড়াও পোষা হচ্ছে।

পাশাপাশি কিছু কিছু পরিবার শুরু করল ছাগল পালন।

কয়েকদিন বাদে মালা বউদির এক পড়শী এসে বলল যে তার কয়েকটি মুরগি মারা গেছে, আর অন্য কয়েকটা রোগে ভুগছে।

পঞ্চায়েতের চিঠি নিয়ে কয়েকজন শিক্ষানবিশ প্রাণী সুরক্ষা দপ্তরে গেল। বি ডি ও – র সাথে বসে তারা গ্রামে পশু টিকাকরণ ক্যাম্প করার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করল।

শিক্ষানবিশ আর গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীরা মিলে সারা গ্রামে পশু টিকাকরণ শিবির নিয়ে প্রচার করল।

বিশালএক বট গাছের ছায়ায় পশু টিকাকরণ শিবিরের আয়োজন হল। গ্রামের মহিলারা তাদের হাঁস-মুরগী, ভেড়া আর ছাগল নিয়ে এলো। এই সুযোগে মালা বউদি ও শিক্ষানবিশরা পশু টিকাকরণ করার পদ্ধতি শিখে নিল।

ব্লক অফিস থেকে টিকা দেওয়ার ওষুধ সংগ্রহ করে শিক্ষানবিশরা নিজারাই পশু টিকাকরণ শুরু করে দিল।

প্রথম পশু টিকাকরণ ক্যাম্পের পর সারা গ্রাম জুড়ে শিক্ষানবিশরা এই কাজ চালু করে দিল। পঞ্চায়েত তাদের পুরো সহযোগিতা করল।

কিছুদিন পর যে সব পরিবার সব্জি বাগান করেছিল তারা শিক্ষানবিশদের বীজ ফেরত দেওয়া শুরু করল।

গ্রাম পঞ্চায়েত কয়েকজন শিক্ষানবিশদের বীজ সংরক্ষণ করা ও প্রয়োজনে অন্য গরীব পরিবারদের মধ্যে বিলি করার দায়িত্ব দিল। এই ভাবে কিছু শিক্ষানবিশ বাড়তি রোজগারেরও পথ খুঁজে পেল।

যে সব পরিবার গাড়ল ভেড়া, শুয়োর, হাঁস-মুরগী পেয়ে ছিল, তারা নিয়মানুযায়ী শিক্ষানবিশদের কিছু বাচ্চা ফেরত দিল। এই ভাবে পঞ্চায়েতের অন্য গরীব পরিবারগুলিকেও গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী দেওয়ার সুযোগও বাড়ল।

কয়েক মাস পর মালা বউদি তার দলবল নিয়ে ব্লকের কৃষি দপ্তরে গেল, কি ভাবে কেঁচো সারের মতো জৈব সার ব্যবহার করে, জৈব পদ্ধতিতে চাষের ফলন বাড়ানো যায়, তা নিয়ে আলোচনা করতে। এছাড়া তারা অ্যাজোলার মতো অতি পুষ্টিকর পশু-খাদ্যর ব্যবহার করার বিষয় নিয়েও আলোচনা করল।

ওদের উৎসাহ দেখে
কৃষি আধিকারিক খুব
খুশি হলেন, তিনি
বললেন যে গ্রামের
মানুষ যদি এই ভাবে
চাষ করতে রাজি হয়
তাহলে তিনি অবশ্যই
সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ
দেবেন।

প্রথমে ব্লক থেকে অ্যাজোলা চাষের উপকারিতা নিয়ে প্রচার শুরু হল।

মালা বউদি ও তার দল কেঁচো সার বানানো ও অ্যাজোলা চাষের পদ্ধতি শিখল।

তারপর তারা গ্রামের অন্য মানুষদের শেখাতে শুরু করল।

একদিন মালা বউদি শিক্ষানবিশদের জিজ্ঞাসা করল "কেমন লাগছে এই কাজ করতে?" তারা বলল "দারুণ! আমরা গরীবদের সাহায্য করতে পারছি। আর আমাদের সামাজিক অবস্থানও বদলে গেছে। গ্রামের সবাই আর পঞ্চায়েত আমাদের বন্ধু মনে করে। তাই এ কাজ করে আমরা সবাই খুব খুশি।"

গরীব পরিবারের মহিলারা মালা বউদি ও তার দলবলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে এলো। তারা বলল, আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমরা স্বনির্ভর হতে পারতাম না। আপনারা আমাদের জীবন পালটে দিয়েছেন, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়

গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় পঞ্চায়েত প্রধান গ্রামের খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষার কাজ করার জন্য মালা বউদি ও তার দলবলের অনেক প্রশংসা করলেন। সবাইকে তিনি বললেন যে শিক্ষানবিশরা এখন পঞ্চায়েতের বড় সাহায্যকারী ও মানুষের প্রকৃত বন্ধু।

মালা বউদি ও তার শিক্ষানবিশ দলবলের কাজ কর্ম মেনে চলে আপনিও আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতে গরীব মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবেন এবং গ্রামে সুখ শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

'...মানুষের কাছে যাও
তাদের মধ্যে থাকো
মানুষের কাছ থেকে শেখো
তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করো
মানুষের যা আছে সেটাকেই সমৃদ্ধ করো।
মনে রেখো, ...ভালো নেতা সেই
যার কাজ শেষ হয়ে গেলে
মানুষ বলে যে, আমরাই করেছি।'

AHEAD Initiatives

Addressing Hunger, Empowerment and Development

32/6, Gariahat Road South, Kolkata- 700 031
West Bengal, India, Call: +91 33 4067 0369
e-mail: ahead@aheadinitiatives.in
www.aheadinitiatives.in